শিক্ষাদান সংগঠন -২

ভূমিকা

পূর্বের ইউনিটে আপনারা তিনটি আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে জেনেছেন। বর্তমান ইউনিটে আরও চারটি এরূপ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যদিও বলা হয়ে থাকে শিক্ষকের ব্যক্তিগত পদ্ধতিই সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি তবুও এ সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষালব্ধ তথ্য আপনাকে আপনার পদ্ধতি নির্বাচনে যথেষ্ট সহায়তা করবে।

এখানে শিক্ষকের ব্যক্তিগত পদ্ধতি বলতে ঐ পদ্ধতি বা ঐ সব পদ্ধতির সমষ্টিকে বুঝানো হয়েছে যে পদ্ধতি বা যে সব পদ্ধতি তিনি সঠিকভাবে শ্রেণী পাঠনায় ব্যবহার করলে তাঁর শিক্ষার্থীরা সফলভাবে শিখতে পারে অর্থাৎ শ্রেণীর পঠন-পাঠন সার্থক ও ফলপ্রস হয়। শিক্ষাদানের সময় পদ্ধতি ব্যবহারে শিক্ষকের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তাকে স্বীকৃতি দেবার জন্যই বলা হয় যে শিক্ষকের নিজস্ব পদ্ধতিই সর্বোত্তম। এ কথার অর্থ এই নয় যে খেয়ালখুশিমতো যচ্ছেথভাবে যে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করার অধিকার তাঁর আছে।

বর্তমান ইউনিটটিকে চারটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হল ঃ

পাঠ - ১ টিম টিচিং বা দলগত শিক্ষাদান
পাঠ - ২ মাইক্রোটিচিং বা অণুশিক্ষণ
পাঠ - ৩ ডাল্টন পদ্ধতি
পাঠ - ৪ মড্যুলার পদ্ধতি

টিম টিচিং বা দলগত শিক্ষাদান

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- ❑ টিম টিচিং বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ❑ টিম টিচিং এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- ❑ টিম টিচিং পদ্ধতি কত প্রকার ও কি কি তা বলতে পারবেন এবং
- ❑ টিম বা শিক্ষকদের দল গঠনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

টিম টিচিং ঃ কি ও কেন?

টিম টিচিং হচ্ছে এমন একটি শিক্ষাদান কৌশল যার মাধ্যমে একদল ছাত্রকে দুই বা ততোধিক শিক্ষক মিলে এক সাথে শিক্ষাদান করেন। জুডসন টি, শ্যাপলিন ও এই এফ ওল্ডস বলেন, টিম টিচিং হল এক ধরনের শিক্ষা সংগঠন। এতে যুক্ত থাকেন একাধিক শিক্ষক ও তাঁদের শিক্ষার্থীরা। এখানে দুই বা ততোধিক শিক্ষককে একদল ছাত্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারা পঠনীয় বিষয়টি

অথবা তার গুরুত্বপূর্ণ অংশের পাঠ পরিচালনার জন্য ছাত্রদের সাথে নিয়ে কর্মেরত থাকেন। কতকগুলো অনুমানের উপর ভিত্তি করে এই দলগত শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে।

- শিক্ষার গুণগত মান বহুলাংশে নির্ভর করে শিক্ষাদানের গুণগত মানের উপর;
- শিক্ষাদানের বিভিন্নমুখী কাজ সম্প্রাদনের ক্ষেত্রে আগ্রহ ও যোগ্যতায় শিক্ষকদের মধ্যে তারতম্য রয়েছে;
- শিক্ষাদানের ফলাফল বহুলাংশে নির্ভর করে বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কর্মপন্থার উপর;
- শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যের সাথে পদ্ধতি সম্পর্কিত হওয়া উচিত;
- বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে যে বিভিন্ন ধরনের কাজ আশা করা হয় তার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

টিচিং ঃ উদ্দেশ্যাবলী

এই অনুমান বা সিদ্ধান্তগুলো থেকেই শিক্ষা পদ্ধতির আবিষ্কারকগণ বিভিন্ন দলগত শিক্ষাদান প্রকল্প গড়ে তুলেছেন। সব প্রকল্পগুলোর উদ্দেশ্যই মোটামুটি এক। উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে ঃ

- শিক্ষাদানের গুণগত মানোন্নয়ন;
- শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যের সাথে পদ্ধতি সম্পর্কিতকরণ;
- শিক্ষকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে মর্যাদাদান ও ব্যক্তিগত যোগ্যতা, আগ্রহ ও সম্ভাবনার সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার;
- বিদ্যালয়ে দৈনন্দিন কার্যক্রমে বর্ধিত পরিমাণে নমনীয়তা (Flexibility) আনয়ন;
- শিক্ষকদেরকে পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও আলোচনা বা অনুসরণ কর্মপন্থা গ্রহণ (Follow up) করার জন্য অধিক পরিমাণে সময় প্রদান;
- শিক্ষার্থীদেরকে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে এবং নিজেদের সক্রিয়তার মাধ্যমে ও সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে শিক্ষালাভের সুযোগ দান।

প্রকারভেদ

মোটামুটিভাবে তিন প্রকার শিক্ষাদান দলের উল্লেখ করা যায় ঃ

1. ইউনিট বিশেষজ্ঞ দল 2. বিভিন্নমুখী কৌশল বিশেষজ্ঞ দল 3. সাপেক্ষ(Adhoc) দল।

১. ইউনিট বিশেষজ্ঞ দল ঃ এই পদ্ধতিতে এক একজন শিক্ষক পাঠ্য বিষয়ের এক একটি অংশে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন এবং পর্যায়ক্রমে এক একটি শিক্ষার্থীদলকে অথবা এক সাথে একটি বড় দলকে শিক্ষাদান করেন। ইতিহাস পড়ানোর কথা ধরা যাক। এখানে সময় হিসেবে ইউনিট ভাগ করা যায়। যেমন- প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও বর্তমান যুগ। অথবা দেশ বা এলাকা হিসেবে ভাগ করা যায়। যেমন - বাংলাদেশের ইতিহাস বা ইংল্যান্ডের ইতিহাস। এবার এক একজন শিক্ষক তাঁর পছন্দমত ইউনিট বেছে নিয়ে সে বিষয়ের উপর গভীর জ্ঞান অর্জন করলেন এবং শিক্ষাদানের জন্য তৈরি হলেন। এ ধরনের দলে সব শিক্ষকেরই দায়িত্ব সমান।

ষজ্ঞ দলের কাজ

২. বিভিন্নমুখী কৌশল বিশেষজ্ঞ দল ঃ এই দলের সদস্যরা ভূমিকা বা কৌশলের দিক থেকে বিশেষজ্ঞ হন অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের কৌশল বিশেষজ্ঞ এই দলে থাকেন। কিছু সদস্য থাকেন যাঁরা বড় দলকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করেন, কিছু সদস্য থাকেন যাঁরা ছোট ছোট দলকে শিক্ষাদানের কৌশলে পারদর্শী হন। এছাড়া কিছু আধা পেশাদার বা অপেশাদার সদস্যও থাকেন যাঁরা করণিকের কাজে, তত্ত্বাবধানের কাজ বা অন্য প্রয়োজনীয় কাজে সাহায্য করেন। কোন কোন

বিশেষজ্ঞ দলের কাজ

দলে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এরা অভিজ্ঞ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাদান কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। আলোচনা পদ্ধতি দশ বা পনের জনের বেশি বড় দলের জন্য কখনও উপযোগী নয়। তাই এই ধরনের টিম টিচিং -এ প্রথমে একজন বা দুজন শিক্ষক একশ বা দেড়শ জনের কাছে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন। পরে এই দলের এক একটি ছোট অংশ অন্য এক

একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সেই বিষয়বস্তুর বিস্ তারিত ও অন্ রঙ্গ আলোচনার সুযোগ পায়। তা ছাড়া এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত অধ্যয়নের ব্যবস্থাও থাকে। এই তিন ধরনের কার্যক্রমের জন্য নির্ধারিত সময়ের আনুপাতিক হার সাধারণত এরকম হয় -

- বড় দলে শিক্ষাদান - ৪০%
- ছোট দলে শিক্ষাদান - ৪০%
- ব্যক্তিগত অধ্যয়ন - ২০%

ব্যক্তিগত কাজের আওতায় পরীক্ষাগারে কাজ, কোন প্রজেক্ট সম্পাদন বা আনুক্রমিক পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থাও থাকতে পারে।

৩. Adhoc বা সাপেক্ষ দল ঃ এই ধরনের দলকে অনিয়মিত বা তৎক্ষণিক উদ্দেশ্যে গঠিত দল বলা যায়। প্রয়োজন হলে উপস্থিত ভাবে কিছু ব্যক্তি বা শিক্ষক আপন সম্ভাবনা ও দক্ষতা নিয়ে এ দর গঠন করেন। কখনও কখনও একই মানের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকেরা এই দল গঠন করতে পারেন। যেমন - প্রাথমিক স্তরের বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ শিক্ষক মিলে দল গঠন করে অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দিতে পারেন। কখনও আবার বিভিন্ন মানের একই বিষয়ের শিক্ষকেরা ও দল গঠন করতে পারেন। এই ধরনের দলগুলোও যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু সাংগঠনিক নিয়মতান্ত্রিকতা না থাকায় দলগুলোর স্থায়িত্ব সাময়িক ও কর্মধারা এলোমেলো হবার সম্ভাবনা থাকে।

সাপেক্ষ দলের কাজ

আগেই বলা হয়েছে যে দুই বা ততোধিক শিক্ষক নিয়ে একটি টিম বা দল গঠন করা হয়। দুই জনের দলে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক ও অপরজন অপেক্ষাকৃত নবীন শিক্ষক থাকতে পারেন। অথবা এক বিষয়ের বিভিন্ন অংশে দক্ষ ব্যক্তি থাকতে পারেন।

বড় দলে একজন দলনেতা থাকেন। তিনি সাধারণত যথেষ্ট অভিজ্ঞ এবং বিভিন্নমুখী জ্ঞানের অধিকারী হন। তাঁর অধীনে দুজন বা তিনজন বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী শিক্ষক থাকেন, যেমন- বিজ্ঞান বিষয়ে , মানবিক বিষয়ে এবং চারু ও কারুকলা বিষয়ে। এঁদের অধীনে আবার কয়েকজন করে অপেক্ষাকৃত নবীন শিক্ষক থাকেন।

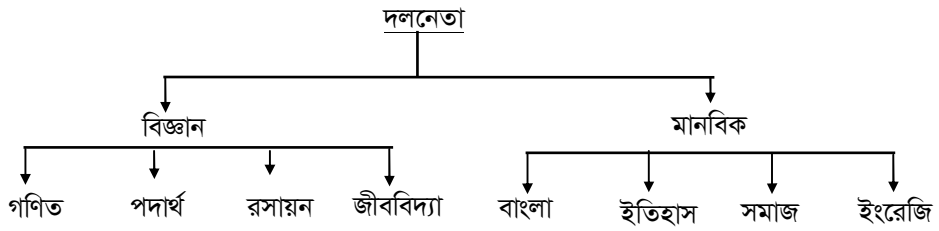

এইভাবে দল গঠন করে সমন্বিতভাবে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান বা দক্ষতা লাভের ব্যবস্থা করলে তারা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বা অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে এবং একটি বিষয়ের বা অংশ বিশেষের (topic) সামগ্রিক রূপ প্রত্যক্ষ করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশম লক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে ক বৃত্তায়িত করুন ঃ

১. টিম টিচিং কোন ধরনের শিক্ষাদান কৌশল ?
   - ক. ছাত্রের দল গঠন করে একজন শিক্ষকের শিক্ষাদান
   - খ. ছাত্রের দল গঠন করে একদল শিক্ষাকের শিক্ষাদান
   - গ. একজন ছাত্রকে একদল শিক্ষকের শিক্ষাদান
   - ঘ. একদল ছাত্রকে একজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের শিক্ষাদান

২. টিম টিচিং -এর বিশেষ সুবিধা কি ?
   - ক. এক সাথে অনেক ছাত্রকে পড়ানো যায়
   - খ. অনেক শিক্ষক এক সাথে পড়াতে পারেন
   - গ. ছাত্ররা বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে জ্ঞানলাভ করতে পারে
   - ঘ. একটি বড় শ্রেণীকক্ষ থাকলেই চলে

৩. টিম টিচিং -এ ছোটদলে শিক্ষাদানের আনুপাতিক হার কত ?
   - ক. ৫০%
   - খ. ৪০%
   - গ. ৩০%
   - ঘ. ২০%

রচনামূলক প্রশ্ন

1. টিম টিচিং -এর উদ্দেশ্যাবলী বিবৃত করুন।
2. টিম টিচিং কয় প্রকারের হতে পারে ? এদের কর্মপদ্ধতি বর্ণনা করুন।

মাইক্রোটিচিং বা অণুশিক্ষণ

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- ❑ অণুশিক্ষণ কি এবং কাদের জন্য ব্যবহৃত তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ❑ অণুশিক্ষণের মাধ্যমে যে কৌশলগুলো আয়ত্তকরণে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করতে পারবেন এবং
- ❑ প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থী শিক্ষকের নৈপুণ্য অর্জন মূল্যায়নের রীতি-নীতি বর্ণনা করতে পারবেন।

অণুশিক্ষণ কি ও কেন ?

এই পদ্ধতিটি সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের পদ্ধতির আওতায় পড়ে না বরং এটি আপনাদের অর্থাৎ শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষাদানের জন্যই উদ্ভাবিদ। ১৯৬৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এর উদ্ভব ঘটে।

পাঠদান অনুশীলনের পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে সমস্ত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে এই অণুশিক্ষণের কৌশলটি অন্যতম ও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই পদ্ধতিকে অনুশিক্ষণ বলার কারণ এই যে, এ ক্ষেত্রে শ্রেণীর আকার, পড়ানোর সময়, পাঠ্য বিষয় -এসবকে ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা হয়। সাধারণত ১০/১২ জন শিক্ষার্থী, ৩ থেকে ৫ মিনিট সময় এবং পাঠের একটি ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে একটি বিশেষ কৌশলের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

অণুশিক্ষণের মূল কথা খুবই সহজ ও সরল। একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক একটি ছোট ছাত্রদলকে একটি পাঠের অল্প একটি অংশ ৩ থেকে ৫ মিনিটের জন্য পড়াবেন। পাঠের শেষে ছাত্ররা চলে যাবে। তারপর শিক্ষার্থী শিক্ষক পাঠটির ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে তাঁর পরিদর্শক বা প্রশিক্ষকের সাথে আলোচনা করবেন। কিছুক্ষণ পর পাঠের সেই অংশটুকুই প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক অন্য একদল ছাত্রকে আবার পড়াবেন আলোচনার আলোকে দোষত্রুটি শুধরে নেবার মানসে। সাধারণত এক একটি অনুশিক্ষণ পাঠ শিক্ষাদানের এক একটি বিশেষ কৌশলের উপর হয়। অনুশিক্ষণের পাঠটি বিদেশে Video Cassette Record -এ ধারণ করা হয়। এতে পাঠদানকারী, পরিদর্শক ও অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীরা তা খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। অবশ্য ধারণ করার সুযোগ না থাকলে পর্যবেক্ষক দল তাৎক্ষণিকভাবেও গুণাগুণ মূল্যায়ন করতে পারেন এবং তা পাঠদানকারীকে জানাতে পারেন। মূল্যায়ন করারও কিছু বিধিবদ্ধ ধারা রয়েছে। এই ধারা অনুসরণ করেই মূল্যায়ন করা হয়।

অণুশিক্ষণ ঃ কৌশলসমূহ

একটি শ্রেণীকক্ষে একটি পাঠদান কার্যক্রমকে কতগুলো কৌশলের সমষ্টি বলা যায়। অনুশিক্ষণে আলাদাভাবে এক একটি কৌশলে ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কৌশলগুলো হল -

- উদ্দীপকের বৈচিত্র্য আনয়ন
- পাঠ সূচনা
- উপস্থাপন
- সমাপ্তিকরণ
- নীরবতা ও অমৌখিক ইঙ্গিত
- বলবর্ধক কৌশল
- প্রশ্নকরণে সাবলীলতা
- চিন্তামূলক প্রশ্ন করা
- বিভিন্নমুখী প্রশ্ন করা
- চিত্র ও উদাহরণ উপস্থাপন

- বক্তৃতা
- পরিকল্পিত পুনরালোচনা
- ভাবের আদান-প্রদানের সম্পূর্ণতা
- কণ্ঠস্বরের ব্যবহার
- চোখের ব্যবহার
- দল সংগঠন করা
- উপাদান ও যন্ত্রপাতির সংগঠন করা
- প্রদত্ত কাজ সম্পাদনে নির্দেশ দেওয়া
- ছাত্র সাড়া ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা
- উদ্দপকের বৈচিত্র্য সাধন

কয়েকটি কৌশল সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল ঃ

পকের বৈচিত্র্য
ulus variation)

পাঠ গ্রহণের কাজটি ছাত্রদের কাছে যাতে একঘেঁয়ে ও ক্লান্তিকর হয়ে না ওঠে এবং তাদের মনোযোগ যাতে ধরে রাখা যায় সে জন্য পাঠ বৈচিত্র্যপূর্ণ উদ্দীপক প্রয়োগ প্রয়োজন। এই দিক বিবেচনা করেই উদ্দীপকে বৈচিত্র্য আনার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই বৈচিত্র্য বিভিন্নভাবে আনা যায়। যেমন - কণ্ঠস্বরের আবেগিক ওঠানামা, নিয়মানুগ চলাফেরা, ছাত্রের অংশগ্রহণের সুযোগ দান, ধারাবাহিকভাবে ইন্দ্রিয়সম হের ব্যবহার, যেমন - প্রথশে শ্রবণ ও পরে দর্শন- উপকরণ ব্যবহার ইত্যাদি।

ঠর সূচনা(Set
nduction)

এই কৌশলটি পুরো শ্রেণীকে পাঠ গ্রহণের জন্য উন্মুখ করে তোলার সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ ছাত্রদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তোলার কৌশল আয়ত্ত করার প্রশিক্ষণ। পাঠদানের স চনা পর্বটি যদি আকর্ষণীয় ও উপযুক্ত হয় তাহলে ছাত্রেরা পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেকখানি অগ্রসর হয়। যেহেতু এই পর্বের সাফল্যের মাধ্যমে ছাত্রদের প্রেষণা জাগানো যায় তাই অণুশিক্ষণে এই কৌশলটি আয়ত্ত করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

উপস্থাপন
esentation)

নতুন ভাবে উপস্থাপনের কতগুলো রীতি-পদ্ধতি রয়েছে, সেই রীতি-পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় উপস্থাপন কৌশলটিতে। যেমন, একটি গল্প বলে, ধাঁধা দিয়ে বাংলার পাঠ উপস্থাপন করা যেতে পারে।

সপাপ্তি
Closure)

ছাত্রছাত্রীরা পাঠটি আয়ত্ত করতে পেরেছে কিনা এবং পাঠের মূলবাণী অনুধাবন করতে পেরেছে কিনা অর্থাৎ পাঠদানের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করা হয় সমাপ্তিকরণ পর্বে। তাছাড়া যে কোন কাজের একটি সুন্দর পরিসমাপ্তি কাজটির সাফল্য অনেকাংশে নিশ্চিত করে। সে জন্য পর্বের কাজও বিশেষ গুরুত্বের সাথে শিক্ষা দেওয়া হয় অনুশিক্ষণের মাধ্যমে।

ও অমৌখিক
Silence and

অনেক শিক্ষক খুব বেশি কথা বলেন। এই অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য নীরবতা পালন ও অমৌখিক ইঙ্গিত দানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। নীরবতার কৌশলটি যদি সঠিক ও সময়োচিত ভাবে প্রয়োগ করা যায় তা হলে অনেক সময় কথার চাইতে অনেক বেশি কার্যকর ফল দেয়।

বর্ধক কৌশল
orcement skill)

সফল শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বলবর্ধকের নীতি একটি প্রতিষ্ঠিত ও বহুল ব্যবহৃত সত্য। শিক্ষার্থীর কাজের স্বীকৃতি দেওয়া, উৎসাহ দেওয়া বা পুরস্কৃত করা এবং শিক্ষার্থীর কাজের প্রতি অসচেতন ভাবে হলেও, বিরূপ বা শাস্তিজনক মন্তব্য না করার প্রশিক্ষণ দেওয়াই হল এই কৌশলের অণুশিক্ষণ। প্রশ্ন সংক্রান্ত কৌশলগুলো গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী একটি ইউনিটে আপনারা সে সম্পর্কে বিস্ ারিত জানতে পারবেন। অণুশিক্ষণের মাধ্যমে একটি একটি করে, ভালভাবে রপ্ত হওয়া পর্যন্ত যদি এই কৌশলগুলোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তবে ৩০/৩৫ মিনিটের স্বাভাবিক শ্রেণীতে অনুশীলন করার চাইতে অনেক বেশি কার্যকর ফললাভ হবে বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এখানে যেহেতু

ক্লাসের সাইজ, সময়, বিষয়বস্তু, কৌশল সবই ক্ষুদ্রতর করে ব্যবহার করা হয় তাই প্রশিক্ষণ নিয়ে নৈপুণ্য অর্জন করতে সুবিধা হয়।

মূল্যায়ন ব্যবস্থা

উপরে যে কৌশলগুলো আলোচিত হল মূল্যায়নের জন্য তার প্রত্যেকটিকে কতকগুলো উপ-কৌশলে বিভক্ত করা যায়। তবে সাধারণ মূল্যায়নের জন্য নিচের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়ঃ

- যখন কোন ছাত্র বা ছাত্রী জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান করেছে অথবা ভাল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে তখন শিক্ষক কি তাকে বাহ, সুন্দর, খুব ভাল, বেশ বলেছ ইত্যাদি মন্তব্য করে পুরস্কৃত করেছেন ?
- শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের উৎসাহ দেবার জন্য কি কি অমৌখিক ইঙ্গিত (যেমন -হাসি বা সম্মতিস চক মাথা নাড়ানো) ব্যবহার করেছেন ?
- যখন কোন শিক্ষার্থী আংশিক সঠিক উত্তর দিয়েছিল তখন শিক্ষক কি সেই সঠিক অংশের জন্য তাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন ?
- শিক্ষক কি কখনও ছাত্রের পূর্ববর্তী ইতিবাচক উত্তরের উল্লেখ করেছিলেন ?

মূল্যায়নের কয়েকটি উদাহরণ

নৈপুণ্য ঃ উপস্থাপন

উপ-কৌশল	**নম্বর**						
১। প্রয়োজনীয় অংশগুলো উল্লেখ করেছেন। (যদি করে থাকেন	না						হ্যাঁ
তাহলে পরিমাণ অনুসারে ৫, ৬ অথবা ৭ দেওয়া যায়।)	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২। পরিচিত শব্দ ও তার প্রকার	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩। ধারণার সাবলীল প্রকাশ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪। পূর্ব অভিজ্ঞতা উল্লেখ পূর্বক সমন্বয়করণ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫। ছাত্রের কাছে আকর্ষণীয়	১	২	৩	৪	৫	৬	৭

নৈপুণ্য ঃ চক বোর্ডের ব্যবহার

উপ-কৌশল ঃ	**নম্বর**						
১। শিক্ষক শ্রেণী কক্ষে প্রবেশ করে বোর্ড পরিষ্কার করেছেন।	না						হ্যাঁ
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২। শিক্ষক পাঠের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বোর্ডে লিখেছিলেন।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩। বোর্ডের লেখা শ্রেণী কক্ষের জন্য স্পষ্ট, সুন্দর ও নির্ভুল ছিল।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪। আলোচনা শেষে অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো মুছে পরবর্তী কাজের জন্য স্থানের ব্যবস্থা করেছেন।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫। বোর্ডে স্থানের ব্যবহার সুপরিকল্পিত ও সুসামঞ্জস্য ছিল।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬। বোর্ডের অবস্থান ও আলোর প্রতিফলন শ্রেণীর উপযোগী ছিল।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭। বোর্ডে ব্যবহারের সামগ্রিক মূল্যায়ন।	১	২	৩	৪	৫	৬	৭

উল্লিখিত ধারা অনুযায়ী প্রতিটি কৌশলের লক্ষণীয় উপ-কৌশল চিহ্নিত করে মূল্যায়ন নির্দেশিকা তৈরি করে প্রতিটি পর্যবেক্ষককে দিতে হবে। উপ-কৌশলগুলি সম্মিলিত মূল্যায়নের মাধ্যমেই প্রশিক্ষণার্থীর অণুশিক্ষণটি মূল্যায়ন করতে হবে। অনুশীলনী পাঠদানের পরিপূরক হিসেবে অনুশিক্ষণের ব্যবহার প্রশিক্ষণার্থীর পাঠদানের দক্ষতা অনেকখানি বাড়িয়ে দেবে।

পাঠোত্তর ম ল্যায়ন -২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশম লক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে ক বৃত্তায়িত করুন ঃ

১. অণুশিক্ষণ পদ্ধতিটি কোন স্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের জন্য প্রযোজ্য ?

ক. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের
খ. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের
গ. শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের
ঘ. উপরের সবগুলো

২. অণুশিক্ষণ মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু কোথায় ?

ক. সামগ্রিক পাঠদানের উপর
খ. একটি বিশেষ কৌশলের উপর
গ. ছাত্রের সাড়ার উপর
ঘ. উপরের কোনটিই নয়

রচনামূলক প্রশ্ন

1. অণুশিক্ষণের যে কৌশলগুলো আয়ত্ত করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।
2. প্রশিক্ষণার্থীর অর্জিত নৈপুণ্যের মূল্যায়ন কিভাবে করা হয় ?

ডাল্টন পদ্ধতি

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- ডাল্টন পদ্ধতির প্রবর্তক কে তা বলতে পারবেন;
- ডাল্টন পদ্ধতির নাম ডাল্টন পদ্ধতি হল কেন তা বলতে পারবেন;
- ডাল্টন পদ্ধতির কর্মধারা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ডাল্টন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- ডাল্টন পদ্ধতিতে কিভাবে মূল্যায়ন করা হয় তা বলতে পারবেন এবং
- ডাল্টন পদ্ধতির সুবিধাগুলো বলতে পারবেন।

রুশো ও আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি

বিখ্যাত ফরাসী চিন্তাবিদ রুশোর বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রভাবে শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা এবং শিখন শেখানোর সকল কাজে শিশুকেন্দ্রিকতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাবিদেরা যথেষ্ট সচেতন হয়ে ওঠেন। এই সচেতনতাই জন্ম দিয়েছে শিক্ষাদানের নানাবিধ আধুনিক পদ্ধতির। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষয়িত্রী মিস হেলেন পার্কহার্স্ট এই রকম একটি পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। ১৯০৪ - ১৯০৫ সালে একটি গ্রাম্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮টি বিভিন্ন মানের অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণীর ৪০টি ছাত্রের শিক্ষার দায়িত্ব তাঁকে নিতে হয়। বিভিন্ন মানের অতগুলো শিক্ষার্থীকে একই সাথে শিক্ষা দেওয়া একটি দুরূহ ব্যাপার। এই সমস্যার সমাধান কল্পেই নানা চিন্তা-ভাবনার পর উদ্ভাবিত হয় ডাল্টন পদ্ধতি বা ডাল্টন পরিকল্পনা (প্ল্যান)। অবশ্য মিস পার্কহার্স্ট নিজে এই পদ্ধতির নাম দিয়েছিলেন পরীক্ষাগার প্রণালী।

ডাল্টন পদ্ধতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্স রাজ্যের ডাল্টন নামক শহরে ১৯২০ সালে মিস পার্কহার্স্ট ব্যাপক আকারে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পদ্ধতি বা প্ল্যান প্রয়োগ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। পরে ঐ শহরের নামানুসারেই এই পদ্ধতির নাম হয়েছে ডাল্টন পদ্ধতি বা পরিকল্পনা।

ডাল্টন পদ্ধতির তাত্ত্বিক ভিত্তি

ডাল্টন পরিকল্পনায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে অত্যন্ত বেশি। সাধারণ বিদ্যালয়ে একটি শ্রেণীতে ত্রিশ-চল্লিশটি বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীর সমাবেশ ঘটে। এরা এক সঙ্গে পাঠ নিতে সমবেত হয় যদিও তাদের আগ্রহ ও সামর্থ্য বিভিন্ন রকমের। আমরা তাদেরকে যখন শিক্ষা দেই তখন একই বিষয় একই ভাবে শিখতে বাধ্য করি। ডাল্টন পদ্ধতিতে এই ধারা একেবারে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এখানে শিক্ষার্থীকে সম্পর্ণভাবে নিজের প্রয়োজন, পছন্দ ও সামর্থ্য অনুযায়ী জ্ঞান আহরণ করার অর্থাৎ শেখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক শ্রেণীতে গিয়ে শিক্ষাদান করেন না। প্রত্যেক বিষয়ের এক একটি বিষয় কক্ষ থাকে। সে কক্ষে সে বিষয়ের উপযোগী প্রচুর শিক্ষা উপকরণ মওজুদ থাকে এবং বিষয় শিক্ষক উপস্থিত থাকেন।

শিক্ষার্থীদের যখন যে বিষয়ে ইচ্ছা সে বিষয়ের কক্ষে গিয়ে সে সম্বন্ধ পড়তে, তথ্য সংগ্রহ করতে বা শিক্ষকের নির্দেশনা চাইতে পারে। বিষয়কক্ষে কাজ করার কোন সময়ও বেঁধে দেওয়া হয় না। অর্থাৎ বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি নির্বাচনে এবং সময় নির্ধারণ সব ব্যাপারেই শিক্ষার্থীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

ডাল্টন পদ্ধতিতে পাঠ্য বিষয়গুলোকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা হয় ঃ

1. জীবনের জন্য অত্যাবশ্যিক বিষয়, যেমন -ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস এবং
2. ব্যক্তিগত আগ্রহ ও প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়, যেমন - অঙ্কন, সঙ্গীত, শরীরচর্চা, গার্হস্থ্য বিদ্যা ও কারিগরী বিদ্যা।

র্যভার প্রথা

প্রথম বিভাগের বিষয়গুলো শেখানো হয় কার্যভার প্রথার মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় বিভাগের বিষয়গুলো শেখানো হয় দলীয় কাজের মাধ্যমে। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পাঠ নেওয়ার সময়ের ব্যাপারে স্বাধীনতা থাকলেও সময় সম্পর্ণ অনির্দিষ্ট থাকে না; কয়েকটি ভাগে ভাগ করা থাকেঃ

সমসত্ত্ব দল

- দিনের প্রথম ১৫ মিনিট ব্যয়িত হয় শিক্ষার্থীদের সমসত্ত্ব বিশিষ্ট দলগুলোর ঘরে ঘরে। সমসত্ত্ব বলতে এখানে বোঝাচ্ছে একই বয়সের একই মেধাবিশিষ্ট দল। যেমন - সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রদল। সেখানে প্রতিটি ছাত্র শিক্ষকের সহায়তায় তার সেই দিনের কাজের পরিকল্পনা করে নেয়। পরিকল্পনা করার সময় অবশ্যই তাকে বিদ্যালয়ের বুলেটিন বোর্ড দেখতে হয়। সেখান থেকে আজ কোন কোন বিষয়ে সম্মেলন হলে সে সম্পর্কে খবর জানতে হয়।

- তারপর সম্মেলনের আগে পর্যন্ত সকালের বাকী সময়টুকু শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ নিজের। এ সময়টা সে তার আগ্রহ অনুযায়ী যে কোন বিষয় যতক্ষণ ইচ্ছা পড়তে পারে।
- এরপর ঘণ্টা খানেক নির্দিষ্ট থাকে ছাত্র-শিক্ষকের প্রয়োজনীয় আলোচনা সম্মেলনের জন্য।
- দিনের অপরাহ্নের অংশ নির্দিষ্ট থাকে দ্বিতীয় বিভাগের আওতাভুক্ত বিষয়ের জন্য।

র প্রথা ঃ বৈশিষ্ট্য

ডাল্টন পদ্ধতি বা পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য হল কার্যভার প্রথা। কার্যভার হল শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব (assignment) অর্পণ। নির্দিষ্ট কোন সময়ের মধ্যে এক একটি বিষয়ে শিক্ষার্থী কতটা কাজ করবে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় তার কার্যভারের মাধ্যমে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে ডাল্টন পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু বাছাই বা নির্ধারণের কাজে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা থাকলেও স্বেচ্ছাচারিতা অনুমোদন করা হয়নি। বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি বাছাইয়ের কাজটি শিক্ষার্থীকে একটি বিশেষ নিয়মের মাধ্যমেই করতে হয়। প্রতিটি বিষয়ের সারা বছরের পাঠক্রমকে এক এক মাসের কার্যভার হিসেবে ভাগ করা হয়। ঐ নির্দিষ্ট কাজটুকু শিক্ষার্থীকে মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে এই মর্মে শিক্ষকের সাথে একটি চুক্তি হয়। প্রতিটি চুক্তি আবার সপ্তাহের এবং দিনের কাজের হিসেবে ভাগ করা থাকে। যে যখন, যা ইচ্ছা পড়তে পারে কিন্তু মাসের শেষে তার নির্দিষ্ট কাজটুকু শেষ করতেই হবে এবং পঠিত বিষয়ে সারমর্ম লিখতেই হবে। যে আগে কাজ শেষ করতে পারবে তাকে নতুন কাজ দেওয়া হবে কিন্তু যে এক মাসের মধ্যে নির্দিষ্ট কাজ শেষ করতে পারবে না তাকে আর নতুন কাজ দেওয়া হবে না। অবশ্য পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে শিক্ষককে তৎপর হতে হয় এবং ঐরূপ শিক্ষার্থীকে সহযোগিতা দিতে হয়। এই কার্যভারগুলোর পরিকল্পনা করা শিক্ষকের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কারণ এই পরিকল্পনার উপর শিক্ষাদান কাজের সফলতা অনেকখানি নির্ভর করে।

এই পদ্ধতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল সম্মেলন ব্যবস্থা। বিষয় শিক্ষক মাঝে মাঝে সম্মেলন ডেকে কোন নতুন বিষয়ের ভূমিকা দেন অথবা সকলের কাছে দুরূহ হয়ে ওঠে কোন বিষয়ে সম্মিলিত আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ দেখিয়ে দেন।

ডাল্টন পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত শিখনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে ঠিকই কিন্তু সামাজিক বিকাশের প্রয়োজনটিও অবহেলিত হয়নি। সেই জন্য এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা সভা, বিতর্ক, বক্তৃতা, অভিনয় ইত্যাদি ধরনের দলগত কাজের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এ ছাড়া সঙ্গীত, খেলাধুলা, ব্যায়াম ইত্যাদির মাধ্যমেও সামাজিক সম্প্রীতি ও একতাবোধ জাগানোর চেষ্টা করা হয়।

পরীক্ষা

এই পদ্ধতিতে সাধারণ অর্থে পরীক্ষা বলতে যা বোঝায় তার কোন ব্যবস্থা নেই। শিক্ষার্থীদের কার্যভারের মাধ্যমে প্রতিদিনের কাজ নিরীক্ষণ করে ও লিখিত কাজগুলো পরীক্ষা করে শিক্ষকেরা প্রত্যেক ছাত্রের প্রত্যেক বিষয়ের অগ্রগতি সম্বন্ধে এক একটি লেখাচিত্র তৈরি করেন। এই রেখাচিত্রগুলো শিক্ষার্থীদের উন্নতি/অবনতি নির্দেশ করে। এই রেখাচিত্রের কার্ড তিন ধরনের। একটি ছাত্রদের জন্য যাতে তারা তাদের প্রতিদিনের কাজের স্বরূপ বুঝতে পারবে, একটি শিক্ষকের জন্য এতে তিনি সব ছাত্রের মাসিক অবস্থান বুঝতে পারবেন, সেই মতো পদক্ষেপ নিতে পারবেন এবং তৃতীয়টি অভিভাবকের জন্য যা সপ্তাহে একবার দেওয়া হবে আর যার মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়ে তাঁর সন্তানের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তিনি অবহিত হতে পারবেন।

অবশ্য সাময়িক অভীক্ষা এবং পরীক্ষার (Periodical tests & Examinations) কিছু ব্যবস্থাও এই পদ্ধতিতে রয়েছে।

ডাল্টন পদ্ধতির গুণাবলী

- এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে যা সাধারণ পদ্ধতিতে নেই। এখানে মেধাবী বা অল্পমেধার ছাত্র প্রত্যেকেই নিজস্ব সামর্থ্য ও আগ্রহ অনুসারে কাজ করতে পারে। একের জন্য অন্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।
- এই পদ্ধতিতে নিজের চেষ্টায় উন্নতি করতে হয়। ফলে শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব জ্ঞান বাড়ে এবং তারা আত্মনির্ভর হতে শেখে।
- ডাল্টন পদ্ধতিতে জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে শিক্ষার্থীদেরকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় অত্যন্ত বেশি। তাকে কোন বিশেষ বিশেষ সময়ে শেখার জন্য বাধ্য করা হয় না। ফলে শিক্ষার্থী যা শিখে তা আন্তরিকভাবেই এবং আনন্দের সঙ্গেই শেখে।
- ডাল্টন পদ্ধতি প্রয়োগ করলে অন্তর্জাত শৃংখলা জাগ্রত হতে পারে।
- প্রত্যেক বিষয়ের জন্য বিশেষজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত থাকায় শিক্ষার্থীরা তাদের সহায়তায় অধীত বিষয়ে ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান লাভ করতে পারে।
- প্রত্যেক বিষয়ের কক্ষে বিষয়ের উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয় বলে শিক্ষা গ্রহণ আনন্দময় ও কার্যকর হতে পারে।
- শিক্ষক এখানে প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দিতে পারেন।

Wvëb cxwZi Î€wUmg n

- বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ও সুসজ্জিত বিষয়কক্ষের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই আমাদের দেশে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা কঠিন।
- প্রত্যেক দিন একই বিষয় একই ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বারবার আলোচনা করা শিক্ষকদের জন্য ক্লান্তিকর ও বিরক্তিকর হয়ে উঠতে পারে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য এই পদ্ধতি কার্যকর নয়, কারণ চুক্তির মর্ম বোঝা বা সে অনুযায়ী কাজ শেষ করার মত দায়িত্ববোধ তাদের থাকে না। তবে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অধিকতর ভাল ফল দিতে পারে।

- শুধুমাত্র লিখিত সারাংশের উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীরা মেধা ও উন্নতি যাচাই করা সুষ্ঠু নাও হতে পারে।
- রুটিন বা ঘণ্টা না থাকলে বিদ্যালয়ের কোন নিয়ম শৃংখলা থাকে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশম লক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে ক বৃত্তায়িত করুন ঃ

১. ডাল্টন পদ্ধতির প্রবর্তকের নাম কি ?

ক. রুশো　　খ. হার্বাট
গ. পার্কর্স্ট　　ঘ. কিলপ্যাট্রিক

২. ডাল্টন পদ্ধতিতে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের কোন তত্ত্বের গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ?

ক. কর্মকেন্দ্রিকতার তত্ত্ব　　খ. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তত্ত্ব
গ. আত্মোপলব্ধির তত্ত্ব　　ঘ. প্রচেষ্টা ও ভুল তত্ত্ব

৩. কার্যভারের সময়সীমা কত ?

ক. এক বছর　　খ. এক মাস
গ. এক সপ্তাহ　　ঘ. এক দিন

৪. ডাল্টন পদ্ধতিতে কিভাবে মূল্যায়ন হয় ?

ক. লিখিত সারাংশের ভিত্তিতে
খ. মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে
গ. বাৎসরিক লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে
ঘ. বাৎসরিক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে

৫. কোন্‌টি ডাল্টন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য নয় ?

ক. শ্রেণী পাঠনা　　খ. কার্যভার
গ. ছাত্র শিক্ষক সম্মেলন　　ঘ. শিক্ষার্থী অগ্রগতি মূল্যায়ন

৬. ডাল্টন পরিকল্পনায় শিক্ষকের প্রধান কাজ কি ?

ক. সম্মেলন ডেকে ছাত্রদের সাথে আলোচনা করা
খ. শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দেয়া
গ. শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যভারগুলোর পরিকল্পনা প্রণয়ন
ঘ. বিষয়কক্ষে নিয়ে পাঠদান করা

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

1. ডাল্টন পদ্ধতির কর্মধারা ও বৈশিষ্ট্যগুলোর বর্ণনা দিন।
2. ডাল্টন পদ্ধতির ত্রুটিগুলো কিভাবে সংশোধন করা যায় ?
3. আপনার বিদ্যালয়ে কিভাবে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন ?

মড্যুলার পদ্ধতি

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- ❑ মড্যুলার পদ্ধতি বলতে কি বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- ❑ মড্যুলার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- ❑ একটি মড্যুলে কি কি উপাংশ থাকে তা বলতে পারবেন;
- ❑ মড্যুলার পদ্ধতির সুবিধাগুলো বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- ❑ মড্যুলার পদ্ধতির অসুবিধাগুলো বলতে পারবেন।

মড্যুলার পদ্ধতি কি ?

শিক্ষাদান পদ্ধতি আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে মড্যুলার পদ্ধতি অতি সাম্প্রতিককালের সংযোজন। মড্যুলার পদ্ধতি একটি স্বনির্ভর শিক্ষা পদ্ধতি। এক্ষেত্রে শিক্ষাদান করার জন্য কোন শিক্ষকের প্রয়োজন হয় না। শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে নিজে নিজে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং মড্যুলগুলোই তার শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে।

মানব সমাজে জ্ঞান সম্পদের সঞ্চয় দিন দিন বেড়েই চলেছে। যে কোন পেশার যে কোন ব্যক্তির পক্ষে ঐ পেশায় আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে এবং দক্ষতা বাড়াতে হলে ঐ পেশার সাম্প্রতিক তথ্য ও

দক্ষতার সাথে পরিচয় থাকা একান্ত প্রয়োজন অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিক্ষকের কাছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করা সবার পক্ষে সব সময় সম্ভব হয় না। আবার সাধারণ বই-পুস্তকে যে ধারায় তত্ত্ব ও তথ্য সন্নিবেশিত থাকে তা বোঝা এবং আয়ত্ত করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এই সমস্যা সমাধানের জন্যই স্বশিক্ষার উপযোগী করে লিখিত বিষয়বস্তু সরবরাহ করার পদ্ধতি হিসেবে মড্যুলার পদ্ধতির উদ্ভব। ১৯৭২ সালের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মড্যুল নিয়ে প্রথম গবেষণা শুরু হয়

এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় থেকে প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে মড্যুল তৈরি করা হয়।

মড্যুল কাকে বলে?

মড্যুলকে বলা চলে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও প র্ণাঙ্গ পাঠাংশ বা উপকরণ। এতে শিক্ষার্থীর স্বাতন্ত্র্যের দিক বিবেচনা করে সুসংজ্ঞায়িত বিষয় বা বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়। এই পাঠাংশ এমনভাবে তৈরি যাতে শিক্ষার্থীরা তা ভালভাবে এবং অল্প আয়াসে ব্যবহার করতে পারে।

মড্যুলগুলো একগুচ্ছ শিক্ষাদান বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি নিয়ে গঠিত। এ সবের মধ্যেই থাকে শিক্ষার

উদ্দেশ্য, শিখন কার্যক্রম ও তার ম ল্যায়নের ব্যবস্থা।

১৯৬৭ সালে ফিলিপাইনের টেগেটে শহরে অনুষ্ঠিত একটি ওয়ার্কশপে মড্যুলের যে সংজ্ঞাটি ঠিক করা হয় তা হল ঃ একটি সুসংজ্ঞায়িত বিষয়ের মধ্যে শিক্ষাদানের উপাদান, নির্দিষ্ট লক্ষ্য, শিক্ষাদান/শিখন কার্যক্রম এবং মূল্যায়ন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই বিষয়টির প্রতিটি পর্যায়কে বিশেষভাবে জানার জন্য যে শিখন সুযোগ থাকে তারই নাম মড্যুল।

মড্যুলার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসমূহ

- একটি মড্যুল তৈরি করার সময় প্রথমে স্থির করা হয় কাদের জন্য এবং কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মড্যুলটি তৈরি করা হচ্ছে। এসব বিবেচনা করেই মড্যুলের বিষয়বস্তু ভাষা, কাঠিন্যের স্তর ও উপস্থাপনের ভঙ্গী নির্ধারণ করা হয়।
- মড্যুল ছোট ছোট অনুচ্ছেদে উপস্থাপন করা হয় যেন শিক্ষার্থীরা অল্প সময়েই একটি বা একাধিক নতুন ধারণা বা কুশলতা অর্জন করতে পারে।
- মড্যুলের একটি পাঠ বা অংশ উপস্থাপন শেষ হবার পর পরই অনুশীলনী দিয়ে বা প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা ধারণা গ্রহণের, জ্ঞানার্জনের ও দক্ষতা হাসিলের মাত্রা যাচাই করা হয়। না পারলে পাঠটি আবার পড়তে বলা হয়। এই ব্যবস্থা শিক্ষার্থীকে সক্রিয় রাখে।
- স্বনির্ভর শিক্ষা পদ্ধতির সাফল্য শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রেষণা ও মনোযোগের উপর নির্ভর করে বলে মড্যুল অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় লেখা হয়।
- মড্যুল পদ্ধতি স্বশিক্ষার পদ্ধতি। তাই শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু বা দক্ষতা নিজে নিজে শিখতে হয় আর সে আপন গতিতে শিখতে পারে।
- প্রত্যেক পাঠের শেষে বা মড্যুলের শেষে উত্তরমালা দেয়া থাকে। এর ফলে শিক্ষার্থী তার নিজের উত্তরের সাথে সঠিক উত্তর মিলিয়ে উত্তর দেবার পর পরই তার সফলতা ও বিফলতা সম্পর্কে জেনে নিতে পারে।
- মড্যুল পাঠের উদ্দেশ্যাবলী আচরণিক উদ্দেশ্যের আকারে লেখা হয় বলে শিক্ষার্থী মড্যুল পাঠের আগে ও পরে তার আচরণের পরিবর্তন মূল্যায়ন করতে পারে।

্যুলের উপাংশ

একটি মড্যুলে সাধারণত নিম্নলিখিত উপাংশগুলো থাকে ঃ

ভূমিকা ঃ মড্যুলটি কাদের জন্য লেখা এবং এটি আয়ত্ত করলে কোন উদ্দেশ্য সাধিত হবে সাধারণভাবে তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকে ভূমিকায়।

শিক্ষার্থীদের প্রতি নির্দেশ ঃ কিভাবে মড্যুলটি ব্যবহার করতে হবে তার বিস্তারিত নির্দেশ এখানে থাকে।

পাঠপর্ব মূল্যায়ন ঃ সরাসরি বিষয়বস্তুতে যাবার আগে শিক্ষার্থী বিষয়বস্তুটি সম্বন্ধে কিছু জানে কিনা বা কতটুকু জানে তা যাচাই করার জন্য এই মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়।

উদ্দেশ্য ঃ এই নির্দিষ্ট অংশটি আয়ত্ত করলে শিক্ষার্থী কি কি আয়ত্ত করতে পারবে বা তার কি কি আচরণিক পরিবর্তন আসবে তা বিশেষভাবে লেখা থাকে। এগুলো আচরণিক উদ্দেশ্য হিসেবে সুস্পষ্ট ও সঠিকভাবে লেখা হয় যাতে শিক্ষার্থীরা মড্যুল পাঠের পর প্রত্যাশিত ফল লাভ করতে পারে।

শিখন কার্যাবলী ঃ এই অংশেই থাকে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু বা বিশেষ পাঠ। শিখন কার্যাবলী সহজ, সুপরিকল্পিত ও ধারাবাহিক হবে যাতে পূর্ব নির্ধারিত পথে শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

স্বমূল্যায়ন ঃ প্রতিটি পাঠাংশের শেষেই একটি করে অভীক্ষা থাকে। শিক্ষার্থী তার উত্তর প্রদান করে এবং অভীক্ষার শেষে দেওয়া উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে নিজের কাজের ফলাফল সম্পর্কে সচেতন হয়।

পাঠ-উত্তর মূল্যায়ন ঃ পুরো মড্যুলটি পাঠ করা হয়ে গেলে, শিক্ষার্থীকে আবার একটি পরীক্ষা দিতে হয়। অনেক সময় পাঠ পূর্ব অভীক্ষাই পাঠ উত্তর অভীক্ষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই অভীক্ষায় মড্যুলের সব উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

মড্যুলার পদ্ধতির সুবিধাসমূহ

মড্যুলার পদ্ধতির সুবিধাসমূহ

- শিক্ষকের প্রয়োজন হয় না বলে এক সঙ্গে অনেক শিক্ষার্থী নিজের সুবিধা ও ইচ্ছা অনুযায়ী জ্ঞান লাভ করতে পারে।
- মড্যুলের প্রথমেই, পাঠটি আয়ত্ত করলে শিক্ষার্থী কোন কোন বিষয় জানবে বা ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করতে পারবে সে সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা থাকে বলে বিষয়টি শেখার প্রয়োজন আছে কি নেই তা সে বুঝতে পারে।
- সময়ের অপচয় কম হয়, কারণ নিজের গরজে পড়ে বলে মনোযোগ ব্যাহত হয় না।
- প্রত্যেক অনুচ্ছেদের শেষে উত্তর দিতে হয় বলেও তাকে মনোযোগ দিয়ে পড়তে হয়।
- শিক্ষার্থী জ্ঞানলাভের জন্য তার ছোট ছোট অবসর সময়গুলোকে কাজে লাগাতে পারে, কারণ মড্যুল এককগুলো ছোট ছোট অংশে বিভক্ত থাকে যা শিক্ষার্থী অল্প সময়ে শেষ করতে পারে এবং তার কাজের অগ্রগতি যাচাই করতে পারে।
- নিয়মিত শিক্ষা লাভের স্বাভাবিক উপায় যে ক্ষেত্রে নানা কারণে অনুপস্থিত সে সব ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি সুফল আনতে পারে।

মড্যুলার পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ

- শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি শক্তিশালী না হলে মড্যুল পদ্ধতিতে সফলতা লাভ দুরূহ, কারণ এতে শিক্ষার্থীর নিজ আগ্রহ এবং প্রেষণা পূর্বশর্ত।
- শিক্ষালাভের কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং তার পুরস্কার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে এ পদ্ধতি পুরোপুরি সফল নাও হতে পারে।
- শিক্ষকের প্রত্যক্ষ সহায়তা না থাকায় গণিত, বিজ্ঞান এবং অন্যান্য ব্যবহারিক বিষয়ে শিক্ষালাভ কঠিন।
- এই পদ্ধতিতে সাধারণ পরীক্ষা পদ্ধতি কার্যকরী হয় না এজন্য বিশেষ মূল্যায়ন ও ব্যক্তিগত মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়। এ ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতির সাধারণ মান নির্ণয় করা সব সময় সুষ্ঠু হয় না।
- অনেক সময় পরীক্ষণদলের উপর যাচাই না করে মড্যুল ব্যবহার করা হয়। এর ফলে প্রকাশভঙ্গীতে অনেক দুর্বলতা ও অসস্পষ্টতা থেকে যায় যা শিক্ষার্থীকে বিভ্রান্ত করে।

এসব অসুবিধাগুলো দূর করে বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পদ্ধতি হিসেবে মড্যুলার পদ্ধতির ব্যবহার আজ সারা বিশ্বে প্রচলিত হয়েছে। আমাদের দেশের দূর শিক্ষণের বি এড -এর শিক্ষার্থীদেরকেও তাই এই পদ্ধতির মাধ্যমে পাঠ্যবস্তু সরবরাহ করা হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন ঃ

১. মড্যুলার পদ্ধতি কোন ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি ?

ক. চলচ্চিত্র নির্ভর　　খ. শিক্ষক নির্ভর
গ. পুস্তক নির্ভর　　ঘ. স্ব শিক্ষা নির্ভর

২. মড্যুলে কি থাকে ?

ক. পাঠটি শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখন কার্যক্রম ও তার ম ল্যায়ন ব্যবস্থা
খ. শিখন কার্যক্রম বা বিষয়বস্তু, প্রশ্ন ও গ্রন্থপঞ্জী
গ. পাঠটি শিক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ও গ্রন্থপঞ্জী
ঘ. বিষয়বস্তু সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ও প্রশ্ন

৩. মড্যুল পদ্ধতি কাদের জন্য উপযোগী ?

ক. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য
খ. প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য
গ. প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও তদ র্ধ্ব শিক্ষার্থীদের জন্য
ঘ. আনুষ্ঠানিক শিক্ষার শিক্ষার্থীদের জন্য

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

1. মড্যুলার পদ্ধতিতে প্রথমেই পাঠটি গ্রহণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয় কেন ? বুঝিয়ে বলুন।
2. একটি মড্যুলে কি কি উপাংশ থাকে?
3. মড্যুলার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো কি ?

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

1. টিম টিচিং কি ? এর বৈশিষ্ট্য কি ?
2. অণুশিক্ষণ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি শিক্ষণ দক্ষতার বর্ণণা দিন।
3. ডাল্টন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক এর গুণাগুণ বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা ঃ ইউনিট -৩

পাঠোত্তর মুল্যায়ন -১

১। খ　　২। গ　　৩। খ

পাঠোত্তর রুল্যায়ন -২

১। গ　　২। খ

পাঠোত্তর মুল্যায়ন -৩

১। গ　　২। খ　　৩। খ　　৪। ক　　৫। ক　　৬। গ

পাঠোত্তর মুল্যায়ন -৪

১। ঘ ২। ক ৩। গ